৩। ভকত চাতক যত, তব রূপের অনুগত।
যে হয় তোমার মনের মত, দিবানিশি তার হৃদয়ে থাক।।
৪। গোলোকচাঁদ সেই রূপ দেখি, পাল্‌টিতে নারে আঁখি।
ভক্তের হৃদয় সদায় থাকি, ঘুচালে ভক্তের দুঃখ।।
৫। মহানন্দ হেরে সে রূপ, জন্মের মত দিয়েছে ডুব।
অশ্বিনী দেখলি না সে রূপ, ঘুচল না সংসারের পাক।।

৯৭ নং তাল-গড়খেমটা

মরি তাই ভেবে মোর, আর কি, সেদিন হবে।
যখন বাল্যকালে, মায়ের কোলে, ছিলাম সুনির্ম্মল স্বভাবে।।
১। পিতা মাতা তুষত আমায়, আনন্দ উৎসবে।
আমি কান্না নিলে কর্ণমূলে, হরি নাম শুনাইত মধুর রবে।।
২। মেরেছি ধরেছি কত, চঞ্চল স্বভাবে।
তবু নাইকো কষ্ট, সদায় তুষ্ট, কত রস খাওয়াইতে, মিষ্ট ভেবে।।
৩। গিছে বয়স বেড়ে সে ভাব ছেড়ে, যৌবনের প্রভাবে।
পেয়ে পুত্র দারা, সে ভাব হারা, ডুবেছি সংসার গৌরবে।।
৪। গুরুর তবিল না হল মিল, গুণে দেখি এবে।
আমি হুজুরে কি জবাব দিব, যখন এসে হিসাব ল'বে।।
৫। মহানন্দের বাণী, শোন্ অশ্বিনী, মরিস না আর লোভে।
তোর স্বভাব গেলে, অভাব যাবে পড়ে থাকগে
গুরুচাঁদকে ভেবে।।

৯৮ নং তাল-গড়খেমটা

এ মহাদেশে, তার হরির অভাব কিসে।
ও যার চরিত্র পবিত্র হৃদয়, সদা প্রেমানন্দে ভাসে।।
১। জলে হরি, স্থলে হরি, হরি হৃদয় বাসে।
ওরে অনলে অনিলে হরি, হরি রূপ রসে গেছে মিশে।।
২। যার হরিকথা, হৃদয় গাঁথা, তার তুলনা কিসে।
ও সে হরি কথা কইতে কইতে, নয়ন জলে বয়ন ভাসে।।